Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

29 March 2024 / 18 Ramadan 1445H

পবিত্র কোরআন শরীফঃ শান্তির উৎস ও জীবনের পথ নির্দেশিকা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَابِ، تَبصِرَةً لِأُولِي الأَلْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَربَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ إِلَى خَيْرِ أُمَّةٍ بِأَشْرَفِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَنجَابِ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ المَآبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، أُوصِيكُم وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। এই রমযান মাসে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে পবিত্র রোজা পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের তাকওয়াকে সমৃদ্ধ করার তৌফিক দান করেন। আমীন!

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আমরা যারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার বান্দা, যারা তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করি, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর ইবাদতে আমাদেরকে নিবেদিত করার জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাহু

তা আলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে থাকার জন্য বলেছেন,-, তার দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আর আমরা একইভাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দ্বারা প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি পরকালের যাত্রায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য।

আর, এই পৃথিবীর জীবনটা আমাদের পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় এইসব পরীক্ষার ভার বয়ে চলা বড় কঠিন আবার একেক সময় মনে হয় আমরা পথভ্রষ্ট, বুঝতে পারি না কোন পথ বেছে নেব। যাই হোক, আমাদের জানতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা।আলা আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসার মাধ্যমে তিনি আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। তার একটা হলো, পবিত্র কোরানের মাধ্যমে আমাদিগকে একটি পরিপূর্ণ জীবন যাপনের পথ নির্দেশ প্রদান করা। আসুন আমরা দেখি এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা সুরা ইউনুসের ৫৭ নম্বর আয়াতে কি বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

অর্থঃ হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এই আয়াত আমাদেরকে পবিত্র কোরানের উৎকর্ষতা এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রথমতঃ পবিত্র কোরান একটি অভিজ্ঞান স্বরূপ যা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবীতে চলার পথে আমরা যেন কখনই আত্ম প্রসন্ন না হয়ে থাকি যে সব ভালো ভাবেই তো চলছে। আমাদের কখনই পরকাল, যা কিনা আমাদের জীবনের প্রকৃত গন্তব্য তা ভুলে গিয়ে কালের স্রোতে বা গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেয়া ঠিক না।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরান সর্বরোগ ও ক্ষতের নিরাময় ও প্রতিকার করে বিশেষ করো পাপকর্ম দিয়ে কলুষিত আমাদের অন্তরের অসুখের বড় নিরাময় এই কোরয়ান। এই কোরয়ান আমাদের অন্তরে শান্তি এনে দেয়। আমাদের যে কোনরকম অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তায় আরামের প্রলেপ এনে দেয় এই কোর আন।

তৃতীয়তঃ

এই পবিত্র কোরআন আমাদের পথ প্রদর্শিকা। যা কিনা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা সৃষ্টি করেছে একটি আলো হিসেবে যা অন্ধকার কেটে আমাদেরকে আলোর পথ দেখায়। এই অন্ধকারে আমরা উদ্দেশ্যহীণভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়াই কোন অর্থ বা গন্তব্য ছাড়াই। আর কোরয়ানের আলোয় আমরা বুঝতে পারি আমাদের কি করা উচিত আর জীবনে চলার পথে কোন নীতিকে আঁকড়ে ধরা উচিত।

চতুর্থতঃ

আর এই কোরআন আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা প্রদত্ত একটি করুণা বিশেষ। যখন আপনি এর আয়াত থেকে পাঠ করবেন আপনার মনে হবে না যে আপনি কারো দ্বারা পরিত্যক্ত বা কেউ আপনাকে ভুলে গেছে। বরং, কোরানকে আপনি কাছে রাখুন, আপনার মনে হবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা আপনাকে কত ভালবাসেন এবং এই বোধ থেকেই জীবনের সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সহজে পার হওয়ার এক অবিচল শক্তির উৎস তৈরী হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করিম (সঃ) এর এক সাহাবী খুটিতে বাধা এক ঘোড়ার পিঠে বসে পবিত্র কোরয়ান সরীফ ঠেকে সুরা কাহফ পাঠ করছিলেন। এমন সময় তাঁর মনে হলো যে, এক খন্ড মেঘ যেন ঠিক তাঁর মাথার ওপর এসে পরল এবং ক্রমশঃ তাঁর মাথার খুব নিকটে চলে আসতে আসতে তাঁর মাথার ওপর একটা ছায়া হয়ে রয়ে গেল। এই সাহাবী পরদিন নবীজী (সঃ) কে ঘটনাটি বর্ণনা করে বললে নবীজী তার জবাবে বললেন,

تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ

অর্থঃ ‘‘এটাই হলো আস সাকিনা বা এক প্রশান্তি যা পবিত্র কোরয়ান ঠেকে তেলওয়াতের কারণে তোমার ওপরে নেমে এসেছে’’ |

সুবহানাল্লাহ! দেখুন, **সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,**

যাঁরা কোরআনকে সন্নিকটে রাখেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান! তাঁরা এর আয়াত থেকে পাঠ করেন, এর মাহাত্মকে তুলে ধরেন, এর বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশুনা করেন, এর পথ নির্দেশনা অনুসরণ করে চলেন এবং এর আদেশগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলেন। পরিশেষে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেন। অন্তরে শান্তি ও স্থিরতা নিয়ে আমরা আস্থা ও সাহসের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারি। তখন আমাদের ভবিষ্যত থাকে আশায় বাধা আর অন্ধকার এসে জীবনকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে না। জীবনে যা পার হয়ে এসেছি তা নিয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ না করে কৃতজ্ঞতা ও আত্মতৃপ্তির সঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করাই উত্তম।।

তাই, আসুন, আমরা এই রমযান মাসে, যে মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে সেই মাসে মহান আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার সুযোগটি হাতছাড়া না করি। যাঁরা কোরয়ান পড়তে পারেন না তাঁরা এটা শুনোট শুরু করুন| আপনি যদি এখনও এই বয়সে েসে কোরআন পড়তে শেখা আরম্ভ করেন তবে তাতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করেন অন্যের নেতিবাচক মন্তব্যে তাঁরা প্রভাবিত হন না।

আর যাঁরা এই পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারেন, দীর্ঘ সময় ধরে এটা পাঠে যেন আমরা অবহেলা না করি| আর যাঁরা এটা নিয়মিত পাঠ করেন, আপনারা সহজেই এতে সন্তুষ্ট হবেন না। এবার আপনারা চেষ্টা

করুন কোরানের অর্থ বুঝতে এবং তা নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং কোরানের আলোকে নিজেদের জীবন যাপন করতে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

তাই আসুন, পবিত্র কোরাওয়ানা এর প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আরো বৃদ্ধি করা অব্যাহত রাখি। কোর আনকে পরিত্যাগ বা অবহেলা যা-ই করি না কেন, আমাদের কোরআনের প্রতি অনুকম্পা দেখানোর কিছু নাই। কারণ, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কোরয়ানকে রক্ষা এবং সংরক্ষণ করবেন। আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের অনুকম্পা করতে হবে যদি আমরা কোরআন পাঠের রহমতের কথা আমরা সবাইকে না জানাই বা এর সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে থাকি।

এই রমযানে আমাদের সকলের অন্তর যেন আরো নম্র করি এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার আয়াতের সহিত আমাদের সম্পর্ক আরো নিবিড় করি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.